শিমিয়নের সাক্ষ্য

(Simeon's Witness)

লূক লিখিত সুসমাচার ২ অধ্যায় ২৫-৩৫ পদ

আজ আমরা শাস্ত্রের যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে খ্রীস্টকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত একজন ব্যক্তিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। যীশুর জন্মের ৪০ দিন পর, যোষেফ ও মরিয়ম যখন যীশুকে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করতে জেরুশালেমে নিয়ে এসেছিলেন, তখন এই ব্যক্তি পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রভুর খ্রীস্টকে চিনতে পেরেছিলেন ও ঈশ্বরের ধন্যবাদের গান গেয়েছিলেন। এই ব্যক্তির নাম শিমিয়ন। শাস্ত্র থেকে আমরা তাঁর বিষয় খুবই কম তথ্য পেয়ে থাকি। সমগ্র বাইবেলের মধ্যে কেবল লূক ২:২৫-৩৫ পদেই তাঁর কথা বলা হয়েছে। জেরুশালেম মন্দিরে এসে শিমিয়ন যদিও শিশু যীশুকে দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যাজক বা ঐ ধরণের কোনও পদাধিকারী ছিলেন না। এই সামান্য কয়েকটি পদে তাঁর বিষয় আমরা যা জানতে পারি, তার থেকে বলা যেতে পারে যে, তিনি একজন সাধারণ বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বরের মণ্ডলীতে যাজকদের পাশাপাশি সাধারণ বিশ্বাসীদের উপস্থিতি সমান গুরুত্বপূর্ণ (গণনা ১১:২৬-২৯)। যদিও তাঁর বিষয় খুব কম কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই কয়েকটি কথার মাধ্যমে আমরা তাঁর চরিত্র, বিশ্বাস ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। তাই আসুন, আমরা তাঁর বিষয় বাইবেল কী বলে, তা দেখি।

ক। শিমিয়নের চরিত্র (২৫ পদ): ২৫ পদে শিমিয়নের বিষয় বলা হয়েছে, *"শিমিয়ন নামে এক ব্যক্তি জেরুশালেমে ছিলেন, তিনি ধার্মিক ও ভক্ত . . . ।"*

১) ধার্মিক: বাইবেল যখন কোনও মানুষকে ধার্মিক *(righteous)* বলে, তখন তার অর্থ, সে ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক পরিগণিত। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, সে ঈশ্বরের সামনে তার ধার্মিকতা নিজের পুণ্যবান জীবনের দ্বারা অর্জন করেছে। না, তা সম্ভব নয়। পরিবর্তে, বাইবেল যখন কাউকে ধার্মিক বলে, তখন তার অর্থ, ঈশ্বর তাকে ধার্মিক বলে ঘোষণা করেছেন। আর ঈশ্বর কেবল তখনই কোনও ব্যক্তিকে ধার্মিক বলে ঘোষণা করেন, যখন সে তার পাপের ক্ষমার জন্য তার নিজের সৎকর্মের উপর নয়, কিন্তু ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখে। কারণ মানুষ আমরা প্রত্যেকেই পাপী, *"ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই"* (রোমীয় ৩:১০)। কিন্তু যীশু যদিও তখনও ক্রুশের উপর শিমিয়নের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কাজ সম্পন্ন করেননি, তথাপি ঈশ্বর শিমিয়নের প্রতি খ্রীস্টের দ্বারা সাধিত সেই আগামী প্রায়শ্চিত্ত কাজের শুভফল শিমিয়নের প্রতি প্রয়োগ করেছিলেন। কারণ, শিমিয়ন নিজের সমস্ত পাপকে জানতেন, এবং এ-ও জানতেন যে, তিনি নিজেকে সেই পাপ থেকে পরিত্রাণ অর্জন করতে পারেন না। তিনি তাঁর পরিত্রাণের জন্য কেবল ঈশ্বরেই বিশ্বাস করেছিলেন, এবং সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহই কামনা করেছিলেন। আর তাই, তাঁর পাপের জন্য যীশু আগামীদিনে যে প্রায়শ্চিত্ত কাজ সম্পন্ন করতে চলেছেন, তার ভিত্তিতে ঈশ্বর শিমিয়নকে ধার্মিক ঘোষণা করেছিলেন। হ্যাঁ, এই একই কারণে বাইবেলে নোহকে (আদি ৬:৯), অব্রাহামকে (আদি ১৫:৬), বা ইয়োবকে (ইয়োব ১:১, ৮) ধার্মিক বা সিদ্ধ বলা হয়েছে। তাই বাইবেল যখনই কোনও মানুষকে ধার্মিক বলে, তখন তার অর্থ, যীশু খ্রীস্টের দ্বারা তাদের পাপের দেনা শোধ করা হয়েছে, তাদের ক্ষমা করা হয়েছে। এই কারণেই, ২করিন্থীয় ৫:২১ পদে পৌল লিখেছে, *"যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি পাপস্বরূপ করলেন, যেন আমরা তাঁতে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হই।"*

মানুষ আমরা কখনও নিজেদের ধার্মিকতায় আস্থা রাখতে পারি না। নিজের ধার্মিকতায় আস্থা রাখাকে সূর্যের আলোয় নিজের ছায়ার নিচে আশ্রয় খোঁজার সঙ্গে তুলনা করা যায়। আমরা সেই ছায়ার নিচে আশ্রয় পেতে, মাটি পর্যন্ত নিচু হতে পারি, কিন্তু আমরা যত নিচু হই না কেন, আমাদের ছায়া আমাদের নিচেই থেকে যাবে, আমরা কখনও আমাদের ছায়ার নিচে আশ্রয় পেতে পারব না। কিন্তু আমরা যখন কোনও পাহাড়ের কোলে এসে উপস্থিত হই, বা কোনও বড় গাছের তলায় এসে উপস্থিত হই, তখন আমরা সূর্যের প্রখর তাপ থেকে সহজেই সেই পাহাড় বা গাছের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ছায়ার নিচে আশ্রয় পেতে পারি। একইভাবে, কেবল খ্রীস্টেই আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা পেয়ে ধার্মিকগণিত হতে পারি। এই কারণে ফিলিপীয় ৩:৯ পদে পৌল বলেছে, *"আমার নিজের ধার্মিকতা, যা ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্য, তা যেন আমার না হয়; কিন্তু যে ধার্মিকতা খ্রীস্টে বিশ্বাস দ্বারা হয়, বিশ্বাসমূলক যে ধার্মিকতা ঈশ্বর থেকে পাওয়া যায়, তাই-ই যেন আমার হয়।"*

২) ভক্ত: শিমিয়ন সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন ভক্ত *(devout)*। প্রেরিত ২:৫ পদে জেরুশালেমে পঞ্চাশত্তমীর পর্বে যোগদান করতে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ইহূদীদের, ৮:২ পদে স্তিফানের কবরদানকারী লোকদের, ২২:১২ পদে অননিয়কে 'ভক্ত' বলা হয়েছে। গ্রিক ভাষায় এই শব্দের অর্থ, উত্তম বিষয় ধরে থাকা। এর দ্বারা তাদের নির্দেশ করা হয়, যারা তাদের পরিকল্পনায় বা কাজে নামার আগে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে, এমন সতর্ক ব্যক্তি। ঈশ্বর তাদের যে সমস্ত দায়িত্ব দিয়েছেন, তা তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে চেষ্টা করে। তারা সর্বদা নিজেদের ও প্রতিবেশিদের উন্নয়নের ও ঈশ্বরের গৌরবের চেষ্টা করে। অর্থাৎ, শিমিয়ন ঈশ্বরের সমস্ত বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন; তিনি সর্বদা তাঁর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। ঈশ্বর ও মানুষের সামনে সতর্কভাবে জীবন যাপন করতেন। এক কথায়, বাইবেল তাদেরকে ঈশ্বর-ভয়শীল বলে থাকে। ইফিষীয় ৫:১৫ পদে, পৌল বিশ্বাসীদের উদ্দেশে এমন কথা বলেছেন, *"অতএব তোমরা ভালো করে দেখ, কীরূপে চলছ; অজ্ঞানের ন্যায় না চলে জ্ঞানবানের ন্যায় চল।"* আবার কলসীয় ৪:৫ পদে পৌল বলেছে, *"তোমরা বাইরের লোকদের প্রতি বুদ্ধিপূর্বক আচরণ কর, সুযোগ কিনে নাও।"*

খ। শিমিয়নের বিশ্বাস (২৫:২৭ পদ):

১) ইস্রায়েলের সান্ত্বনাকামী (২৫খ পদ): ২৫ পদের দ্বিতীয় অংশে শিমিয়ন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *"তিনি . . . ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকতেন।"* আগত মশীহ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, যিশাইয় ৪০:১-২ পদে বলা হয়েছে, *"তোমরা সান্ত্বনা কর, আমার প্রজাদের সান্ত্বনা কর, তোমাদের ঈশ্বর ইহা বলেন। জেরুশালেমকে সান্ত্বনার (চিত্ততোষক) কথা বল; আর তার কাছে প্রচার কর যে, তার সৈন্যবৃত্তি সমাপ্ত হয়েছে, তার অপরাধের ক্ষমা হয়েছে; তার যত পাপ, তার দ্বিগুণ সদাপ্রভুর হাত থেকে পেয়েছে।"* শিমিয়ন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করতেন। তাই, তিনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ, তথা খ্রীস্টের আগমনকে আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতেন। যীশুর জন্মের সময় জেরুশালেমের পরিবেশ ও পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল, যে কারণে প্রতিজ্ঞাত মশীহের আগমনের দ্বারা জেরুশালেমের সান্ত্বনা আশা করা সহজ কাজ ছিল না। জেরুশালেম তখন রোমীয়দের দ্বারা পরাধীন, নিষ্ঠুর রাজা মহান হেরোদ তাদের উপর রাজত্ব চালাচ্ছে, ধর্ম সারশূন্য বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের খোলসে রূপান্তরিত হয়েছে, ধর্মীয় নেতারা ব্যবস্থার আক্ষরিক পূর্ণতা শিক্ষা দিচ্ছে, ৪০০ বৎসরের জন্য কোনও ভাববাদী তাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এমন অন্ধকার, অধঃপতন ও নিরাশার মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা "ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষাতে ছিলেন" (লূক ২:৩৮)। শিমিয়ন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

আজ আমরা কি শিমিয়নের মতো খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের সান্ত্বনার জন্য অপেক্ষা করে আছি? ইব্রীয় ৯:২৭-২৮ পদে বলা হয়েছে, *"যেমন মানুষের জন্য এক বার মৃত্যু, তারপর বিচার নিরূপিত আছে, তেমনই খ্রীস্টও 'অনেকের পাপভার তুলে নেবার' জন্য একবার উৎসৃষ্ট হয়েছেন; তিনি দ্বিতীয় বার, বিনা পাপে, তাদের দর্শন দেবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর অপেক্ষা করে।"* আবার ২তীমথিয় ৪:৮ পদে পৌল বিশ্বাসীদের সেই নিশ্চয়তা দিয়েছেন, *"এখন থেকে আমার জন্য ধার্মিকতার মুকুট তোলা আছে; প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিন আমাকে তা দেবেন; কেবল আমাকে নয়, বরং যত লোক তাঁর প্রকাশপ্রাপ্তি ভালো বেসেছে, সেই সকলকেও দেবেন।"*

২) শিমিয়ন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন (২৫-২৭ পদ): ২৫ পদের শেষাংশে শিমিয়ন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *"পবিত্র আত্মা তার উপরে*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ছিলেন।'' মর্তমাত্রের উপর পবিত্র আত্মার যে অবতরণ পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঘটেছিল, তা যদিও তখনও ঘটেনি, তথাপি ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদের ফলস্বরূপ, পবিত্র আত্মা শিমিয়নের উপর ছিলেন। এর অর্থ, শিমিয়ন ধারাবাহিকভাবে পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই সহায়, তথা পবিত্র আত্মা শিমিয়নের কাছে এই সত্য প্রকাশ করেছিলেন যে, ***"শিমিয়ন প্রভুর খ্রীস্টকে দেখতে না পেলে, মৃত্যু দেখবেন না''*** (২৬ পদ)। ''প্রভুর খ্রীস্ট'' বলতে এখানে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহকেই নির্দেশ করা হয়েছে (গীত ২:২; ৪৫:৭; যিশাইয় ৬১:১; লূক ৪:১৮)। অর্থাৎ, পবিত্র আত্মার দ্বারা শিমিয়নের কাছে এই সত্য প্রকাশ করা হয়েছিল যে, প্রতিজ্ঞাত মশীহ, তথা যীশুকে নিজের চোখে দেখার পর শিমিয়নের মৃত্যু হবে। শিমিয়নও এই সময় যীশুকে নিজের চোখে দেখার পর এমন কথা বলেছিলেন, ***"এখন তুমি তোমার বাক্যানুসারে তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় করছ''*** (২৯ পদ)। এই কথা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, শিশু যীশুকে দেখার জন্য শিমিয়ন তাঁর বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বিশ্বাসে অপেক্ষা করেছিলেন। ২৭ পদে বলা হয়েছে, ***"শিমিয়ন সেই আত্মার আবেশে ধর্মধামে এলেন।''*** এ কথার অর্থ, শিমিয়ন যদিও তার চার পাশের পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন, তথাপি তাঁর আত্মা ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় পূর্ণ ছিল। আর তাই, পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে, মরিয়ম ও যোষেফ যখন যীশুকে উৎসর্গ করতে জেরুশালেম মন্দিরে নিয়ে আসলেন, তখন শিমিয়নও মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

আজ আমরা পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী সময়ে পৃথিবীতে বসবাস করছি। এখন যীশুকে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হই (ইফিষীয় ১:১৩), ঈশ্বরের সমস্ত সন্তানের মধ্যে তিনি বসবাস করেন (রোমীয় ৮:১৪)। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমরা কি সেই আত্মার পূর্ণতায় জীবন যাপন করছি? ইফিষীয় ৫:১৮ পদে পৌল সমস্ত বিশ্বাসীর উদ্দেশে বলেছেন, ***"দ্রাক্ষারসে মত্ত হয়ো না, তাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও।''*** পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ডি. এল. মুডি এমন কথা বলেছিলেন, *"আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা বিশ্বাস করি যে, যে মুহূর্তে আমাদের হৃদয় গর্ব, স্বার্থপরতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ঈশ্বরের বিধানের বিপরীত সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত হয়, সেই মুহূর্তে পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ের প্রতিটি কোণ পূর্ণ করেন। কিন্তু আমরা যদি গর্ব, উচ্চধারণা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা জাগতের বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণ থাকি, তাহলে সেখানে পবিত্র আত্মার জন্য কোনও স্থান ফাঁকা থাকে না। অর্থাৎ, পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ হবার পূর্বে আমাদের শূন্য হতে হবে।''*

গ। শিমিয়নের দর্শন (২৮-৩৫): পবিত্র আত্মা দ্বারা যে সত্য তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে শিমিয়ন যখন জেরুশালেম মন্দিরে এসে শিশু যীশুকে নিজের চোখে দেখতে পেলেন, তখন শিমিয়ন ***"তাঁকে (যীশুকে) কোলে নিলেন, আর ঈশ্বরের ধন্যবাদ করলেন''*** (২৮ পদ)। ২৯-৩২ পদে শিমিয়ন ঈশ্বরের প্রশংসার্থে যে গান গেয়েছেন, এবং ৩৩-৩৫ পদে শিমিয়ন মরিয়মকে যে কথা বলেছেন, তার মাধ্যমে শিমিয়নের দর্শনকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই।

১) ইহূদী ও পরজাতি, উভয়ের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বর খ্রীস্টকে যুগিয়েছেন (২৯-৩২): এই গানের মধ্যে এমন একজন দাসের ছবিকে আঁকা হয়েছে, যাকে তাঁর প্রভু বিশেষ এক তারার উদয়ের জন্য দীর্ঘ, ঘুটঘুটে অন্ধকারের রাতে অপেক্ষা করতে বলেছেন, যেন সে সেই তারা উদয়ের কথা ঘোষণা করে। সেই দাস তার দায়িত্ব বিশ্বস্তভাবে পালন করেছে, সেই তারার উদয় নিজের চোখে দেখেছে এবং সে তার সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। মালাখি ৪:২ পদে যে ***"ধার্মিকতা-সূর্য,''*** তথা যাকোবের কূলের নক্ষত্র উদিত হবার কথা বলা হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়েছে। শিমিয়ন তাঁর কোলে সেই শিশুকে পেয়েছে, খ্রীস্ট যীশুতে দিহায়িত ঈশ্বরের মুক্তি দর্শন করেছে, ***"আমার নয়নযুগল তোমার পরিত্রাণ দেখতে পেল***" (৩০ পদ)। আর তাই শিমিয়ন জানে যে, সে ***"এখন প্রভুর বাক্যানুসারে শান্তিতে মৃত্যু ভোগ করতে পারে''*** (২৯ পদ)।

মানুষের জন্য ঈশ্বর **এই পরিত্রাণ** পৃথিবীর ***"সমস্ত***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

জাতির মানুষের সামনে প্রস্তুত করেছেন'' (৩১ পদ)। আর তাই, কেবল কিছুমাত্র ভক্তজন বা ইস্রায়েল জাতি যে সেই পরিত্রাণ দেখতে পাবে, তা নয়; কিন্তু সমস্ত জাতি তা দেখতে পাবে। মানুষের জন্য ঈশ্বরের পরিত্রাণ-প্রকল্প যেহেতু সমস্ত জাতির মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে, সেইহেতু মুক্তির সেই কাজ সমস্ত জাতি দেখতে পাবে। ইস্রায়েল ও সেই সঙ্গে পরজাতিদের যে অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, খ্রীস্টের দ্বারা তা দূর হতে চলেছে (৩২ পদ)। অজ্ঞতা, পাপ, দূর্দশার প্রতীক হিসাবে যে অন্ধকার এতকাল রাজত্ব করেছে, তাকে হটিয়ে দিয়ে জীবন, বৃদ্ধি, জ্ঞান ও সুখের প্রতীক হিসাবে জ্যোতি প্রকাশিত হতে চলেছে। এখন যীশু খ্রীস্টেতে ঈশ্বরের যে পরিত্রাণ শিমিয়ন দেখেছিল, সেই পরিত্রাণ তাঁর সন্তান আমাদের প্রত্যেকের জন্য, দেশ, জাতি, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে, যাঁরা আমরা তাঁকে শিমিয়নের মতো বিশ্বাস করি, তাঁকে আমাদের একমাত্র প্রভু ও পরিত্রাতা বলে স্বীকার ও গ্রহণ করি (যোহন ৩:১৬-১৭; ১:১১-১২)।

২) **যীশু খ্রীস্টেই সমস্ত মানুষের পরিণতি নির্ধারিত হবে (৩৪-৩৫ পদ)**: যোষেফ ও মরিয়মকে আশীর্বাদ করার পর শিমিয়ন মরিয়মের কাছে তাঁর সন্তান যীশু খ্রীস্টে আগামী দিনে যে সত্য পূর্ণ হতে চলেছে, তা তুলে ধরেছে। ৩৪ পদে শিমিয়ন খ্রীস্টকে *''অনেকের পতন ও উত্থানের নিমিত্ত''* বলেছেন। এর দ্বারা শিমিয়ন খ্রীস্টকে এমন একটি পাথরের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যাতে অনেক লোক হোঁচট খাবে, পড়ে যাবে ও বিনষ্ট হবে; কিন্তু অন্যরা উঠে দাঁড়াবে ও রক্ষা পাবে। যারা নিজেদের যথেষ্ট শক্তিশালি বলে মনে করে, যারা নিজেদের যোগ্যতা ও ক্ষমতায় আস্থা রাখে, তারা আত্মগর্বে নিজেদের প্রয়োজন ও বিনাশ উপলব্ধি করতে পারে না; ফলস্বরূপ, তারা খ্রীস্টের কাছে আশ্রয় নেবে না– আর তাই তারা বিনষ্ট হবে। কিন্তু যারা ধার্মিক শিমিয়নের মতো নিজেদের নত-নম্র করবে, যারা তাঁর কাছে তাদের পাপ স্বীকার করবে, তাঁতে আস্থা রাখবে, তাদেরকে তিনি তাঁর শক্তিশালি হাত দিয়ে অনন্ত জীবনের জন্য উন্নত করবেন।

এর অর্থ, কেউই তাঁর প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব প্রকাশ করতে পারে না। তারা হয় তাঁকে গ্রহণ করবে, নয় তাঁকে বর্জন করবে। যারা তাঁকে গ্রহণ করবে, তারা পাবে উদ্ধার; কিন্তু যারা তাঁকে বর্জন করবে, তাদের জন্য আছে বিচার। ইস্রায়েলের মধ্যে যীশু যে তাঁর ৩৩ বৎসরের সংক্ষিপ্ত জীবন যাপন করেছিলেন, সেখানেও এর প্রকাশ আমরা দেখেছি। যদিও যীশুতে ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণের উপায় দিয়েছিলেন, তথাপি অনেকে তাঁকে বর্জন করেছিল, তাঁকে বাধা দিয়েছিল। সেই বাধাই চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল, যখন তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল।

হ্যাঁ, যীশুর প্রতি তাদের সেই বিরোধিতা মরিয়মকে দুঃখ দেবে। আর মরিয়মের সেই দুঃখ চূড়ান্ত আকার ধারণ করবে, *''মরিয়মের নিজের প্রাণও খড়্গে বিদ্ধ হবে,''* যখন যীশুকে ক্রুশে পেরেক মারা হবে। এখন খ্রীস্টের আগমন যে সংকট আনয়ন করবে, তার দ্বারা *''অনেক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হবে''* (৩৫ পদ)। এর অর্থ, মানুষের গোপন অভিপ্রায় যদিও ঈশ্বর জানেন, তথাপি তিনি খ্রীস্টের প্রতি তাদের আচরণের দ্বারা, তাদের সেই গোপন মনোভাবকে সকলের কাছে তুলে ধরবেন। অর্থাৎ, সত্যি কারা তাঁর সেবা করে, আর কারা তাঁর শত্রু; তা খ্রীস্টের প্রতি তাদের আচরণের দ্বারাই প্রকাশ পাবে।

আজ আমাদের জন্যও সেই একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের আভ্যন্তরীন মনোভাব খ্রীস্টের প্রতি আমাদের ব্যবহারের দ্বারা প্রকাশ পেতে বাধ্য। আমরা মুখে যা-ই বলি না কেন, খ্রীস্টের প্রতি আমাদের ব্যবহার আমাদের পরিচয় দিয়ে থাকে – আমরা কার? ঈশ্বরের সন্তান, না পাপের দাস? এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অনন্ত পরিণতি খ্রীস্টের প্রতি তাদের আস্থা বা অনাস্থার দ্বারাই নির্ধারিত হতে চলেছে। এই সত্য যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমাদের উচিৎ, তাঁকেই আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান জ্ঞান করে, তাঁতে আরও আস্থা স্থাপন; আর আমাদের চারপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে তাঁর কথা বলা।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com